আজকের কাগজ

তারিখ 30 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন

❑ ক্যাম্পাস নতুন সাজে সেজেছে, নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শেখ মজলিশ ফুয়াদ/নজমুল কবির শিপন ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নতুন সাজে সেজেছে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)-তে অনুষ্ঠিতব্য ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দীর্ঘ ১৩ বছর পর সরকার প্রধানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম পদার্পণ। ১৯৭৮ সালে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। সেনাশাসক হিসেবে ছাত্ররা তার প্রতিবাদ করেছিলো, রাস্তায় শুয়ে পড়ে পথরোধ করেছিল, ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যেই জিয়াউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন। এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ব্যাপক সাজে সজ্জিত করা হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" হিসেবে ঘোষণা দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ১৫ আগস্ট ভোরে কয়েকজন উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা পরিচালিত এক অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হলে তার আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হয়নি। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ আসার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন ১৯৮৫ সালে ১৫ অক্টোবর। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল টিভি রুমের ছাদ ধসে ৩৭ জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। কিন্তু নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আসা হয়নি। তাছাড়া সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ক্যাম্পাস ছিলো সার্বক্ষণিক উত্তপ্ত। ফলে এরশাদ থেকে শুরু করে মন্ত্রী সভার কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধু নয় তার আশেপাশেও ঘেঁষতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ, বিডিআরসহ সাদা পোশাকধারী বিপুলসংখ্যক পুলিশ ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। টিএসসিকে সাজানো হয়েছে অপূর্ব সাজে। শ্লোগান আর পোস্টার লাগানো দৃষ্টিকটু ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের দেয়াল ঘষে মেজে চকচকে করা হয়েছে। টিএসসি, রোকেয়া হল ও লাইব্রেরী সংলগ্ন ফুটপাতের সব দোকান তুলে দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে টিএসসিকে আজ আর চেনা যাচ্ছে না।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষকরা, অফিসার, পদকদাতা এবং পদকপ্রাপ্ত ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ উপস্থিত থাকবেন। অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সকাল ১১টায় এসে পৌঁছবেন।

গণঅভ্যুত্থানের ফসল ক্ষমতাসীন সরকার প্রধান হিসেবে খালেদা জিয়ার আগমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো খুব হৃষ্টচিত্তে নিচ্ছে বলে মনে হয় না। সংগঠনগুলোর 'নিরুৎসাহী' মনোভাবের কারণ ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়নে সরকারের অবহেলা। সংগঠনের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিও নাখোশ। কেননা প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো সম্পর্কে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। ছাত্রলীগ ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে কিন্তু উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করবে। এ ব্যাপারে আজ তারা এক সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে। ছাত্রঐক্য নেতারাও গতকাল এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু ক্যাম্পাসে আসার আগে কিম্বা অনুষ্ঠানে পদক বিতরণের আগে ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়ার দাবি করেছে।